দৈনিক সংবাদ

DEC. 25 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 7 ......

স
ম্পা
দ
কী
য়

আবার মৌখিক পরীক্ষা

পাঁচ বছর পর সরকার আবার দেশের মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজগুলোতে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম চালু করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালাও পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তিত নীতিমালা ও নিয়মে আগামী ১৮ই জানুয়ারি ১৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ১ হাজার ৪শ' ৫০টি আসনের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন নীতিমালায় এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তির ক্ষেত্রে, লিখিত পরীক্ষার জন্য ৮০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য ২০ নম্বর রাখা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৪০ ভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ ভাগ যোগ হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ১২০০ নম্বর পেলেই চলবে, এর আগে ১৩০০ নম্বর পেতে হতো। আগে দুটো পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগ পাওয়া আবশ্যক ছিল এমন একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ হলেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

নতুন এই নিয়ম ও নীতিমালার জায়গায় ডাক্তার, মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক, বিএমএ ও ড্যাব নেতৃবৃন্দ এবং অভিভাবকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে বলে পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর পুনর্প্রবর্তনের পক্ষে তারা বলেছেন, ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের সাইকোলজি বোঝার জন্যই মৌখিক পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আরেক পক্ষ বলছেন, অতীতে মৌখিক পরীক্ষার কারণে দুর্নীতি ও তদবিরের সুযোগ ছিল, এ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাওয়া যেত বলেই মৌখিক পরীক্ষার সিস্টেম বন্ধ করে তদবিরের সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, তদবিরের কারণেই বিগত সরকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সময় মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম তুলে দিয়েছিল।

বস্তুত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিক্যাল শিক্ষা বিভাগের পরিচালক এবং সরকারি ১৩টি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের এক বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে নীতিমালাটি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় সেখানে মৌখিক পরীক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মন্ত্রণালয় থেকেই সেটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সময় মৌখিক পরীক্ষা পুনর্প্রবর্তন করাকে বর্তমান সরকারের মেডিক্যাল শিক্ষাকে দলীয়করণ করার নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি যা-ই থাক না কেন, এটা মানতেই হবে যে, ভর্তির জন্য ২০ নম্বর যদি মৌখিক পরীক্ষায় বোর্ডের হাতে থাকে তবে তারা ইচ্ছা করলে এর মাধ্যমেই পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। দুর্নীতি ও তদবিরের সুযোগ তো অবশ্যই রয়েছে। শুধু তদবির কেন রাজনীতিক চাপ, ক্ষমতাসীনদের 'লিস্ট', অনেক কিছু তখন কার্যকর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনিতেই অসাধুতা এবং অসততার ছড়াছড়ি সর্বত্র। তার ওপর যদি সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয় তবে সেই সুযোগের 'সদ্ব্যবহার' হবে না এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। মৌখিক পরীক্ষার ২০ নম্বরের কল্যাণে সহজেই ভর্তি হতে পারবে দলীয় চাপে বা তদবিরে তারাই যাদের মেধার বলে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা নেই। এরপর এসএসসি এবং এইচএসসি দুটি পরীক্ষার একটিতে প্রথম বিভাগ থাকলেই এখন চলবে অর্থাৎ যোগ্যতার মাপকাঠিটাই এক মাত্রা কমিয়ে দেয়া হলো।

এসব কাদের স্বার্থে, কাদের পরামর্শে করা হচ্ছে আমরা জানি না। যোগ্য ডাক্তার তৈরির স্বার্থে যে করা হচ্ছে না এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ১৩টি সরকারি কলেজ থেকে যারা পাস করে বের হবে তারা ডাক্তার হবে না সরকারদলীয় কর্মী হবে সেটাই প্রশ্ন। সরকার কি ইচ্ছাকৃতভাবেই মেডিক্যাল শিক্ষা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন?